আমার ভ্রাতার রক্ষক

আদিপুস্তক ৪ অধ্যায় ৯-১৫পদ

গত সপ্তাহে আমরা কয়িনকে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের ভাই হেবলকে হত্যা করতে দেখেছি। আজ আমরা এই হত্যাকাণ্ডের ফলাফল দেখব। পাঠের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর কয়িনকে যে প্রশ্ন করেছেন, তার সঠিক উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও কয়িন ঈশ্বরকে মিথ্যা ও উদ্ধত উত্তর দিয়েছে। ঈশ্বর কয়িনের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, "***তোমার ভাই হেবল কোথায়?***" উত্তরে কয়িন বলেছিল, "***আমি জানি না; আমার ভাই-এর রক্ষক কি আমি?***" (৯ পদ)। ঠাণ্ডা মাথায় নিজের ভাইকে হত্যা করার পর, ঈশ্বরের কাছে কয়িনের এই উদ্ধত উত্তর আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করে। "আমি কি আমার ভাই-এর রক্ষক" এই পাল্টা প্রশ্নের মধ্যে একদিকে যেমন ভাই-এর প্রতি দায়িত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে; তেমনই অন্যদিকে, ভাইকে হত্যা করার অপরাধকে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে।

পাপে পতিত হবার পর, ঈশ্বর আদমকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আদম, তুমি কোথায়?" (৩.৯)। আদমের প্রতি এই ব্যক্তিগত প্রশ্ন ৪ অধ্যায়ে সামাজিক প্রশ্নের আকার ধারণ করেছে, "কয়িন, তোমার ভাই কোথায়? (৪.৯)। কয়িনের পাল্টা প্রশ্ন, "আমি কি আমার ভাই-এর রক্ষক?" থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, এখনও কয়িন নিজের অপরাধ অস্বীকার করার ন্যায় কাপুরুষের কাজ করে চলেছে। তার পাল্টা প্রশ্নের উত্তর একটাই হতে পারে, "হ্যাঁ, তুমি তোমার ভাই-এর রক্ষক।" কারণ, ঈশ্বরের সামনে আমাদের দায়িত্বশীলতা, নিজের ভাই-এর প্রতি আমাদের দায়িত্বশীল করে। ঈশ্বর কয়িনকে হোমবলি উৎসর্গের বেদির সামনে এই প্রশ্ন করেননি;কিন্তু মাঠে- তার কাজের স্থানে --- তার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত স্থানে -- এই প্রশ্ন করেছেন। কারণ, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে দায়িত্বশীল আচরণ আশা করেন। কিন্তু কয়িন নিজের ভাই-এর খোঁজ নেবার দায়িত্বশীলতাকে কেবল অস্বীকার করা নয়;নিজের ভাইকে হত্যার অপরাধ ঢাকতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। ***পাপাত্মার সন্তান*** হিসাবে (১ যোহন ৩.১২) কয়িন এমন কাজ করতে পেরেছিল। কারণ, হত্যা ও মিথ্যা পাপাত্মার সন্তানদের পরিচয় করিয়ে দেয়। শয়তানের দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিদের উদ্দেশে যীশু নিজে বলেছেন, "***তোমরা নিজেদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা; সে আদি হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই, কারণ তার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা বলে, তখন নিজে থেকেই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী ও তার পিতা***" (যোহন ৮.৪৪)। কয়িনের এমন আচরণ থেকে আমরা শিক্ষা পাই --- আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যকে ধারাবাহিকভাবে উপেক্ষা করি, তখন আমাদের বিবেক বা সংবেদ ধবংস হয়ে যায়। কারণ, আমরা ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে উপেক্ষা করি এবং আমরা নিজেদের বিচারক হয়ে মনে করি যে, আমি যা করেছি, তা ঠিক করেছি। যার ফলস্বরূপ পাপস্বীকারের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। এই প্রকার অন্যায় আচরণকারীদের ঈশ্বর অনেক সময় অশুচিতার আত্মায় (রোমীয় ১.২৪) বা রিপুর বশে (রোমীয় ১.২৬) সমর্পণ করে থাকেন।

আমরা যারা যীশুকে আমাদের একমাত্র প্রভু ও পরিত্রাতা হিসাবে বিশ্বাস করি, আমরা কখনও কয়িনের ন্যায় আমাদের ভাই-এর প্রতি আমাদের দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারি না, বা নিজের ভাইকে হত্যা করার দুঃসাহস দেখাতে পারি না। কারণ, আমরা যাঁকে বিশ্বাস করি, তিনি আমাদের প্রতি আমাদের ভাই-এর প্রতি দায়িত্ব পালনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখে গেছেন-- জীবন নেওয়া নয়, পরিবর্তে আমাদের রক্ষা করতেতিনি নিজের জীবন দিয়েছেন। আমরা কি আমাদের জীবনের দ্বারা আমাদের পরিত্রাতা ও প্রভুকে অনুসরণ করছি? পৌল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ***"তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের ভার বহন কর; এইরূপে খ্রীস্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন কর"***

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

(গালাতীয় ৬.২)। পৌল আরও বলেছেন, ***"প্রত্যেক জন নিজের বিষয়ে নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য রাখ"*** (ফিলিপীয় ২.৪)। ভাই-এর প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনে, আমরা খ্রীস্টকে অনুসরণ করব -- (১) মৃদুতার আত্মায় তাদের সুস্থ করব (গালা ৬.১); (২) দুর্বলদের কাছে ব্যাঘাতজনক হব না (১ করি ৮.৯); (৩) ভাই হিসাবে তাদের চেতনা দেব (২ থিষ ৩.১৫); দীনহীন ভাইকে সাহায্য করব (১ যোহন ৩.১৭; যাকোব ২.১৬); উৎসাহ দেব (প্রেরিত ১৫.৩২; ইব্রীয় ১০.২৫), ইত্যাদি।

আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়ের কয়িন ও ৩ অধ্যায়ের আদম ও হবার সঙ্গে ঈশ্বরের আচরণের মধ্যে একটা সমান্তরাল চিত্র পাওয়া যায়। দুটি ক্ষেত্রেই তাদের প্রশ্ন করার পিছনে ঈশ্বরের প্রকৃত উদ্দশ্য হল, তাদের কাছ থেকে সত্য ঘটনার বিবরণ জানা নয় (কারণ, তিনি সবই জানেন); কিন্তু সত্য কথা বলতে ও পাপস্বীকার করতে অপরাধীকে সুযোগ দেওয়া। কিন্তু অপরাধীরা তা উপলব্ধি করতে পারেনি, তাই তারা কৌশলে তাদের পাপ ঢাকতে ও এড়িয়ে যেতে বৃথা চেষ্টা করেছে। কিন্তু ঈশ্বর তাদের পাপকে প্রশ্রয় দেননি, তিনি তাদের পাপকে প্রকাশ্য আলোয় নিয়ে এসেছিলেন; যার ফলস্বরুপ তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

কয়িন যদিও নিজের ভাই-এর প্রতি দায়িত্বকে অবহেলার মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল যে, ঈশ্বরের কাছে কিছুই গোপন করা যায় না। তাই, ঈশ্বর ছবির ন্যায় বিবরণের দ্বারা কয়িনের পাপের কথা বর্ণনা করলেন, ***"তোমার ভাই-এর রক্ত মাটি থেকে আমার কাছে কাঁদছে"*** (১০ পদ)। ইব্রীয় ১২.২৪ পদে যীশুর রক্তের কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন, "*তা হেবলের রক্তের থেকেও ভালো কথা বলে।*" এর অর্থ, যীশুর রক্ত ঈশ্বরের কাছে আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছে, ***"পিতা ঈশ্বর, তুমি এদের ক্ষমা করো, কারণ এরা কী করছে, তা জানে না"*** (লুক ২৩.৩৪)। কিন্তু হেবলের রক্তও কথা বলে। ঈশ্বর এখানে উল্লেখ করেছেন, হেবলের রক্ত ঈশ্বরের কাছে ন্যায়বিচার, তথা প্রতিশোধের আকাঙ্খা করছে (ইয়োব ১৬.১৮; যিশাইয় ২৬.২১; প্রকা ৬.৯-১০)। লক্ষনীয়, মানুষের কাছ থেকে নয়, ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রতিশোধের আকাঙ্খা করা হয়েছে। প্রতিশোধ বা প্রতিফল দেবার ব্যক্তি স্বয়ং ঈশ্বর, মানুষ নয়। ঈশ্বর বলেন, ***"প্রতিশোধ নেওয়া আমারই কাজ, আমিই প্রতিফল দেব"*** (২ বিবরণ ৩২.৩৫; রোমীয় ১২.১৯; ইব্রীয় ১০.৩০)। এই কাজ যেহেতু মানুষের নয়, সেইহেতু আমরা অন্যের কাজের প্রতিফল দিতে গিয়ে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়ে থাকি। আমরা যেন সর্বদা এই কাজ ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিই, তাঁর কাছে হেবলের রক্তের ন্যায়-প্রতিকার কামনা করি।

ঈশ্বর কয়িনের পাপের শাস্তি নিরূপন করলেন। ঈশ্বর ইচ্ছা করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন। কিন্তু ঈশ্বর তা করেননি। কয়িন ছিল চাষী, মাটিই ছিল তার জীবিকা অর্জনের মাধ্যম। এই কাজের মধ্যে তার ছিল আনন্দ ও গর্ব। কিন্তু সেই মাটিতে সে তার ভাই-এর রক্তপাত করেছে, মাটিকে কলুষিত করেছে (গণনা ৩৫.৩০-৩৪)। তাই ঈশ্বর বললেন, ***"সেই মাটিতে তুমি শাপগ্রস্ত হলে। মাটিতে কৃষিকাজ করলেও তা নিজের শক্তি দিয়ে আর তোমার সেবা করবে না; তুমি পৃথিবীতে পলাতক ও ভ্রমণকারী হবে।"*** (১১, ১২ পদ)। সে যদিও মাটিতে ফসল ফলাতে অনেক চেষ্টা করবে, কিন্তু কোথাও ভালো ফসল পাবে না; যার ফলস্বরূপ, কয়িন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভবঘুরের জীবন-যাপন করতে বাধ্য হবে। আদম হবার পাপের ফলস্বরূপ মাটি শাপগ্রস্ত হয়েছিল (৩.১৭), যার ফলস্বরূপ আদম ও হবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই মাটি থেকে ফসল উৎপন্ন করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কয়িন ভাইকে হত্যা করে মাটিকে কলুষিত করায়, সে মাটি থেকে কোনদিনই তার পরিশ্রমের ফল পাবে না।

কিন্তু আশার কথা, এই ঘটনা এখানেই শেষ হয়নি। কয়িন যদিও তখনও তার পাপের জন্য অনুতাপ করেনি, কিন্তু শাস্তির কথা শুনে তার ঔদ্ধত্ব কিছুটা কমেছিল। সে উপলব্ধি করেছিল যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাযাবরের জীবন যাপন করলে, তার জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি এক জায়গায় থাকে, তাহলে আবার অনাহারে মরতে হবে। সে যেখানেই যাবে, লোকেরা

তার ভাইকে হত্যা করার প্রতিফল দেবে। যদিও তারা তার আত্মীয়, কিন্তু হেবলের কথা মনে করে, ভয়ে বা ঘৃণায়, কেউ তাকে ভালোবাসবে না। এখন হয়ত অনেকে মনে করতে পারেন, এই সমস্ত লোকেরা কোথা থেকে এল? পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, ***"... আদম ৮০০ বৎসর বেঁচে থেকে আরও পুত্র কন্যার জন্ম দিলেন"*** (আদি ৫.৪)। তাই, শাস্ত্রে উল্লেখিত কয়িন, হেবল ও শেথ ছাড়াও যে আদম-হবার অন্য অনেক পুত্র ও কন্যা ছিল, তা যেন আমাদের চোখ না এড়িয়ে যায়। এ বিষয়টি যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, কয়িন কোথা থেকে তার স্ত্রীকেপেয়েছিল (৪.১৭) পৃথিবীর ইতিহাসের প্রারাম্ভে নিজের বোনকে বিবাহ করা খুব একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়।

ঈশ্বর নির্ধারিত শাস্তি যে কতখানি গুরুতর, তা যখন কয়িন উপলব্ধি করল, সে এমন কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল, "*আমার অপরাধের ভার অসহ্য।*" তখন ঈশ্বর তার প্রতি করুণা দেখালেন, তিনি কয়িনকে চেনবার এক চিহ্ন দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন, ***"কয়িনকে যে বধ করবে, সে সাতগুণ প্রতিফল পাবে"*** (১৫ পদ)। ঈশ্বর কয়িনকে কী চিহ্ন দিয়েছিলেন, তা যদিও আমরা জানি না, কিন্তু এর দ্বারা তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে, "হ্যাঁ, কয়িন অপরাধী; সে নরহত্যার ন্যায় জঘন্য আপরাধে অপরাধী-- তথাপি সে আমার সম্পত্তি; সে কথা যেন অন্য সবাই মনে রাখে।" তাই, ঈশ্বর কয়িনকে চেনার জন্য যে চিহ্ন দিয়েছিলেন, তা লজ্জার প্রতীক নয়;কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতীক। কেবল একটি কারণেই ঈশ্বর কয়িনের প্রতি এমন ব্যবহার করেছিলেন, তা হল, সে যেন তার পাপ স্বীকার করার জন্য সময় পায়। ঈশ্বর আমাদের প্রতিও একই প্রকার ব্যবহার করে চলেছেন;তাই পিতর লিখেছেন ***"... তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মন পরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, এই তাঁহার বাসনা"*** (২ পিতর ৩.৯)।

কয়িনের মত নারকীয় হত্যাকারীর প্রতি ঈশ্বরের এমন ব্যবহার, ঈশ্বর প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করে। এ ব্যবহার কেবল কয়িনের প্রতি নয়, আমাদের প্রতিও তিনি প্রদর্শন করে চলেছেন। আমরা যা পাবার যোগ্য (দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা, মৃত্যু), তা তিনি আমাদের দেবার পরিবর্তে; আমরা যা পাবার অযোগ্য (ক্ষমা, ভালোবাসা, জীবন), তাই তিনি আমাদের দিয়ে থাকেন। এটাই ঈশ্বরের প্রকৃতি। যে ব্যক্তি ঈশ্বর-আরাধনার ভান করে, পাপ নিয়ে খেলা করে, এবং প্রলোভনকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে না, তার কাছে কয়িনের জীবন একাধারে সতর্কবাণী ও আশার আলো।

ঈশ্বরের একহাতে ন্যায়বিচার, অন্যহাতে করুণা। তিনি সর্বদা তাঁর ধার্মিকতা বজায় রেখে আপনার আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি চান আমরা যেন আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে আমাদের পাপ-স্বীকার করি। সেই পাপ যত বড় হোক না কেন, তাঁর করুণা বা ভালোবাসা কখনও তার থেকে ছোট নয়।